দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 APR 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

রাজনীতিকদের হাত থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের রক্ষা করতে হবে

॥ ভাষ্যকার ॥

উন্নত বিশ্বের রাজনৈতিক দৃশ্যপটের দিকে তাকালে আমরা শুধু রাজনৈতিক দলের নেতা-র্মীদেরই রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হতে দেখতে পাই। দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ছাত্র-ত্রীদের পেশীশক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা যায় না। সেখানে এসব দেশের রাজনীতিতে রাজ্য সৃষ্টির কোন "বাহিনী" নেই এবং তাদেরকে ব্যবহারেরও প্রশ্ন ওঠে না। রাজনৈতিক তি-আদর্শ প্রচারের জন্য তাদেরকে মাস্তান বাহিনী গঠনের কথাও ভাবতে হয় না। উন্নত শের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ইউনিয়ন আছে, ডিবেটিং ক্লাব আছে, বিজ্ঞান ক্লাব আছে এবং নব সংগঠন পরিচালিত হয় শিক্ষার প্রয়োজনকেই সামনে রেখে। আমাদের দেশে শিক্ষা র্যক্রমকে ছাপিয়ে ওঠে রাজনৈতিক কার্যক্রম। রাজনৈতিক দল তাদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো ত্রদেরকে দিয়েই বাস্তবায়ন করে থাকে। ছাত্ররা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে, হলে কত্রে থাকার ফলে সংঘশক্তি প্রদর্শনের জন্য সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। এর সুযোগ নিয়ে কে রাজনৈতিক দলগুলো। তারা ছাত্রদেরকে লেখাপড়ায় মনোযোগী হবার পরামর্শ না দিয়ে দেরকে রাজনৈতিক এক্টিভিস্ট হতে উৎসাহিত করে। অর্থ খরচ করে এবং তারুণ্যের আবেগ ণতার সুযোগ গ্রহণ করে তারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কিছু শিক্ষার্থীকে কাছে টেনে তাদের জনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। সরকার-বিরোধিতার পাশাপাশি ত্রশক্তিকে একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা নিজস্ব দলের মধ্যে, জোটের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি এবং বজায় রাখার কাজে ব্যবহার করে থাকেন। আবার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কাজেও এই ক্তিকে ব্যবহার করতে দেখা যায়। অতীতে তাই হয়ে এসেছে। জরুরি অবস্থা জারির পর ছুদিন এই তৎপরতা বন্ধ ছিল। ইদানীং আবার সেই পুরনো (২য় পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃঃ পর)

উপসর্গ দেখা দিয়েছে।

২০ এপ্রিল রবিবার দিনভর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষে ৮ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে ২ জন সাংবাদিকও ছিল। বিচারাধীন আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করার প্রশ্নে একটি ছাত্র সংগঠনের দু'গ্রুপের মধ্যে এই সংঘর্ষ বাঁধে। রোকেয়া হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সীমা ইসলামকে বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির সামনে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হেনস্থা করার চেষ্টা করে। সে দৌড়ে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করলে তাকে নির্মমভাবে প্রহার করা হয়। যার সচিত্র বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

ঐদিন একই সময়ে দিনকাল পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জাহেদুর রহমান আরমানকেও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা মারধর করে। পাশে হাকিম চত্বরে উপস্থিত ছাত্রদল কর্মীরা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ধাওয়া করে। ঐ দিন বিকেল পর্যন্ত ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে কয়েক দফা হামলার ঘটনা ঘটে। আর এর আগের দিন ক্যাম্পাসে গভীর রাতে ঘটে বোমাবাজির ঘটনা। পত্রিকায় দেখেছি গত মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রলীগ রোকেয়া হল শাখার সাধারণ সম্পাদক সীমা ইসলাম তার উপর প্রতিপক্ষ গ্রুপের হামলার বিবরণ দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। সে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, মানবাধিকার সংগঠন ও আওয়ামী লীগের নীতি-নির্ধারকদের কাছে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও হামলাকারীদের বিচার দাবি করেছে।

২৩ শে এপ্রিল বুধবার ছাত্রলীগের এক গ্রুপ অপর প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের নেতাকর্মীদের উপর গুলি ও বোমা হামলা চালায়। এতে ৩ জন প্রতিবাদী ছাত্রলীগ নেতা আহত হয়। পত্রিকার খবরে প্রকাশ, আহতদের পক্ষ থেকে শাহবাগ থানায় মামলা করা হয়েছে।

দলের মধ্যে, জোটের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা স্ফুরণের পথে, গণতান্ত্রিক চর্চার পথে ছাত্র সংগঠনের কর্মী নামধারী এই পেটোয়া বাহিনী যে কী ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে তা এ দেশের সৎ ও ছাত্রদের শুভাকাঙ্ক্ষী রাজনীতিকরা দীর্ঘকাল যাবৎ প্রত্যক্ষ করে আসছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই ক্ষতিকর ছাত্র-রাজনীতি বন্ধ করার সাহস কোন রাজনৈতিক নেতা বা সরকার দেখাতে পারেননি।

৩

তরুণরা আমাদেরই সন্তান, আমাদেরই ভবিষ্যৎ। উচ্চ শিক্ষা লাভ করে তারা এদেশে চাকরি না পেলেও বিদেশে গিয়ে একটা কিছু করে খেতে পারবে। তাদের স্বপ্ন আছে, আছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। এই তারুণ্যকে আমরা রাজনৈতিক দলের লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহৃত হতে দিতে পারি না। যারা রাজনীতি করেন তারা এমপি হবেন, মন্ত্রী হবেন, নানা ধরনের রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন, সুতরাং রাজনৈতিক ভূমিকা ছাত্ররা রাখবে কেন, রাজনৈতিক নেতারাই রাখুন। ছাত্রদের উস্কানিদানে বিরত থেকে নিজেরাই কোমর বেঁধে নেতাকর্মীকে মুক্ত করার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড় ন। দেশবাসী দেখুক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কতটা হিম্মত রাখেন!

অতীতে ছাত্রদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে রাজনীতিকদের অনেকেই কোষ খেয়েছেন।